দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার ৪ টি স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে কোটি টাকার বাড়াদি থেকে ৪ টি স্বর্ণের বারসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি। অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের বারগুলো নেওয়া হচ্ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায়।

উদ্ধার স্বর্ণের বারগুলোর ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম। আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা

শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দর্শনার বারাদি সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারটি স্বর্ণের বারসহ শ্রী সমর হালদার (২৭) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ৬ (বিজিবি)। সীমান্তের পাঁচ কবর এলাকা থেকে এসব স্বর্ণের বার জব্দ করা হয়।

আটককৃত পাচারকারী সমর হালদার চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর গ্রামের গোপাল হালদারের ছেলে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারে দর্শনা সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ভারতে স্বর্ণ পাচার হবে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধীন বারাদি বিওপির একটি টহল দল পাঁচ কবর এলাকায় অবস্থান নেয়।

সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল যোগে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে তাকে টহল দল থামার জন্য সিগন্যাল দেয়। কিন্তু তিনি সিগন্যাল অমান্য করে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করে।পরে তার দেহ তল্লাশি করে সবুজ টেপে মোড়ানো একটি পোটলা উদ্ধার করা হয়। পোটলাটি খুলে চারটি স্বর্ণের বার পাওয়া যায়। ডিজিটাল স্কেলে ওজন করে মোট ৪৫২ গ্রাম স্বর্ণ জব্দ করা হয়। বিজিবি আরো জানায়, উদ্ধার করা স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ৯৬ লাখ ৯ হাজার ৫২০ টাকা। এছাড়া আটক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, জব্দকৃত স্বর্ণ ও অন্যান্য মালামাল যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আটক

ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

জীবননগরে বিজিবির অভিযানে তিন পিস স্বর্ণের বারসহ এক কারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অভিযান চালিয়ে তিন পিস স্বর্ণের বারসহ মাহাবুল নামে এক কারবারীকে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার সময় গোয়ালপাড়া নামক স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণসহ ওই কারবারীকে আটক করে বিজিবি। আটককৃত কারবারী জীবননগর উপজেলার মেদিনীপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে মাহাবুল হোসেন (৪২)।

মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের বেনীপুর বিওপির একটি বিশেষ টহল দল গতকাল বৃহস্পতিবার গোয়ালপাড়া-জীবননগর মহাসড়কের গোয়ালপাড়া নামক স্থানে জাকা মোল্লার ইট ভাটার পূর্ব পাশে পাঁকা রাস্তার উপর অভিযান চালায়।

এসময় বিজিবি সদস্যরা মো. মাহাবুল হোসেনকে মোটরসাইকেল ও মোবাইলসহ আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে তিন পিস স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত স্বর্ণের ওজন ৩৪৯ দশমিক ৪৯ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৬৫ লাখ ৯৩ হাজার ১২৫ টাকা।

আটককৃত কারবারিকে মোবাইল এবং মোটরসাইকেলসহ জীবননগর থানায় সোপর্দ এবং স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা জেলা সরকারী কোষাগারে জমা করার

কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে ১০টি স্বর্ণের বারসহ ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিক আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তে ১০টি স্বর্ণের বারসহ ভারতীয় ও বাংলাদেশি নাগরিকসহ দুইজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গতকাল রবিবার বিকেল ৪টার দিকে বাজিতপুর সীমান্তের ১১৭/৬-এস নম্বর পিলারের কাছে তাদের আটক করা হয়। আটক হওয়া স্বর্ণের বারের বাজারমূল্য আনুমানিক দুই কোটি দশ লাখ টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।

আটক ব্যক্তিরা হলেন ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার শাহাপুর গ্রামের মিরাজুল শেখের ছেলে মিজানুর রহমান (২৪) এবং মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আওয়াল হোসেনের ছেলে আব্বাস আলী (৪৫)।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, বাজিতপুর বিজিবি ক্যাম্পের হাবিলদার শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে নিয়মিত টহল চলাকালে সীমান্তে তারা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে তারা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবির সদস্যরা তাদের আটক করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। এসময় তাদের বহন করা ঘাসের বস্তার ভেতর থেকে ১০টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে এবং উদ্ধার হওয়া স্বর্ণের বারগুলো মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অভিযান চালিয়ে মুন্সিপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যর ১ টি স্বর্ণের বারসহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে।

জানা যায়, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় মুন্সিপুর সীমান্তের কুতুবপুর পাকা রাস্তার উপর। এসময় মুন্সিপুর ক্যাম্পের সুবেদার হাবিবুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি’র ৯৩/৩-আর হতে আনুমানিক ১২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কুতুবপুর পাকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে।

পরে বিজিবি একটি মোটরসাইকেলযোগে ১ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যেতে দেখতে পায়। এসময় তার গতিরোধ করে বিজিবি টহল দল ধাওয়া করে তাকে আটক করে। পরে বিজিবি দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে হাসেম বিশ্বাসকে (৪৮),আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশী করে অভিনব কায়দায় লুঙ্গির কোচের লুকায়িত অবস্থায় সাদা স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত প্যাকেট হতে ১ টি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয় যার ওজন ১৪০.৫৩ গ্রাম। এছাড়াও আটককৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত ০১টি মোবাইল ফোন ও ০১টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গতকালই তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সুবেদার হাবিবুর রহমান বাদি হয়ে আসামীকে হস্তান্তর করেছে। এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবি স্বর্ণ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কোটি ৬০লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের ২১টি স্বর্ণের বারসহ জীবনগর উপজেলার গয়েশপুর গ্রামের আনার আলীর ছেলে আবেদীন মিয়া (৪০) কে আটক করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসানের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাস্টার সহকারী পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে, বিজিবি’র একটি সশস্ত্র চৌকস আভিযানিক দল সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়ে একটি মোটরসাইকেলকে ধাওয়া করে। পরে বিজিবি মোটরসাইকেলটি ধাওয়া করে ১জন পালিয়ে গেলেও ১ জনকে আটক করে।

পরে তার মাজায় থাক প্যাকেট সদৃশ বস্তু পুকুরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বিজিবি আভিযানিক দল তার দেহ তল্লাশীকালে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০১টি প্যাকেট উদ্ধার করে।

বিজিবি প্যাকেট খুলে তল্লাশি করে ২কেজি ৪৪৯ গ্রাম স্বর্ণ উদ্ধার করে। যার আনুমানিক মূল্য ৩কোটি ৬০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। এ ঘটনায় নায়েক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে। আটককৃত আসামীকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বারসমূহ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান।

চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি স্বর্ণের বার সহ দর্শনার ৩ চোরাচালানীন আটক করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গায় ১৪টি স্বর্ণের বার সহ ৩ জন পাচারকারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র জওয়ানরা। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় এ ঘটনা ঘটে।
চুয়াডাঙ্গাস্থ ৬ বিজিবি’র অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মাদ জাহিদুর রহমান পিবিজিএম, পিএসসি এদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জানান, একদল চোরাকারবারী কর্তৃক চুয়াডাঙ্গা শহরে অবস্থিত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন এলাকা দিয়ে স্বর্ণ চোরাচালান হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে তার নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স সহ বিকাল সাড়ে চারটার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন এলাকায় অবস্থান নেন। এ সময় বিজিবি টহলদল ট্রেন থেকে নামা কয়েকজনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলে তাদেরকে গতিরোধ করে।

পরবর্তীতে উক্ত ব্যাক্তিরা সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে টহল দল তাদেরকে ধাওয়া করে ৩ জনকে আটক করতে সক্ষম হয়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল কর্তৃক আটককৃত ৩ জন হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভাধীন শ্যামপুর গ্ৰামের মমিন মিয়ার ছেলে জাকিরুল ইসলাম (২৮) ও রাজিবুল ইসলাম (২৫), এবং একই গ্ৰামের মজিবুর রহমানের ছেলে সোলায়মান হোসেন (২২)।

এ সময় জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে তাদের কাছে লুকায়িত স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো অবস্থায় ১ কেজি ৬৩০ গ্রাম (১৩৯.৭৫ ভরি) ওজনের ১৪টি স্বর্ণের বার এবং ৩ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ব্যাপারে নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমান, পিবিজিএম বাদী হয়ে আটক চোরাকারবারীদের চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এছাড়া জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করা হয়েছে